কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচি

৭.১ কৃষি খাতে ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনীহার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের বার্ষিক কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম এখনও কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থবছর ০৬-এর কৃষি খাতে বন্যাত্তোর শতকরা ৪.৯ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৩.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। প্রধানত শস্য উৎপাদনে কম প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কৃষি ঋণ বিতরণ কম হওয়ায় কৃষি খাতে এ পরিমিত প্রবৃদ্ধি ঘটে। এ খাতে অব্যাহতভাবে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দেশনা সম্বলিত কর্মসূচিভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঋণের সম্ভাব্য চাহিদা, বিগত বছরসমূহের প্রকৃত বিতরণ ও অর্থের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওগুলোর উলেখযোগ্য ভূমিকা ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনে। দক্ষতার সাথে ঋণ বিতরণ এবং আদায় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অর্থবছর ০৭-এ এ সকল প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৮.৪ বিলিয়ন টাকা যা প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ প্রদানকারীদের চেয়ে শতকরা ১৯৯.৩ ভাগ বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) সমূহের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্ভাবনা থাকার কারণে কর্তৃপক্ষ এসএমই উন্নয়নের উপর অধিকতর মনোযোগী হয়েছে। এসএমই উন্নয়নে সরকারের এ প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক সময়ে আরো জোরদার হয়েছে এবং এ খাতে বিতরণের সাথে ১৫টিরও অধিক উপ-খাত যুক্ত হয়েছে।

বিতরণ

৭.২ অর্থবছরে ০৭-এ কৃষি ও পলি- ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৬৩.৫১ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ

সারণী ৭.১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী

(বিলিয়ন টাকা)

বিতরণ	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭
১	২	৩	৪
ক। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	**৫৫.৩৮**	**৫৮.৯২**	**৬৩.৫১**
শস্য (চা ব্যতীত)	২৭.৮৮	২৮.৫০	৩০.২৯
সেচ যন্ত্রপাতি	০.২৩	০.২৫	০.২৯
গবাদিপশু	৩.৮৪	৪.৭৮	৫.৩৪
কৃষি পণ্য বিপণন	১.৫১	০.৪৫	০.১৪
মৎস্য	২.৭৭	৩.০২	৩.৫৪
দারিদ্র্য বিমোচন	১০.৯৫	১৩.৯৯	১২.৬৪
অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৮.২০	৭.৯৩	১১.২৭
খ। প্রকৃত বিতরণ	**৪৯.৫৭**	**৫৪.৯৬**	**৫২.৯৩**
শস্য (চা ব্যতীত)	২১.০৮	২২.০৪	২২.৮৬
সেচ যন্ত্রপাতি	০.০৩	০.০৮	০.০৯
গবাদিপশু	২.৮৫	২.৭৬	২.৬৭
কৃষি পণ্য বিপণন	৫.৫৬	৭.৫৫	০.৪৬
মৎস্য	১.৩৪	২.৩১	২.৪১
দারিদ্র্য দূরীকরণ	১১.৯২	১৫.১৯	১১.৮৯
অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৬.৭৯	৫.০৩	১২.৫৫
গ। মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ			
স্বল্প মেয়াদি	৩৩.৯৩	৪৬.৩৪	৩৮.৬৬
দীর্ঘ মেয়াদি	১৫.৬৪	৮.৬২	১৪.২৭
ঘ। প্রকৃত আদায়	৩১.৭১	৪১.৬৪	৪৬.৭৬
ঙ। মোট ঋণের স্থিতি	১৪০.৪০	১৫৩.৭৬	১৪৫.৮২
চ। মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৫৭.৮১	৬৬.৫৩	৬৬.৩৫
ছ। মোট ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	৪১.১৮	৪৩.২৭	৪৫.৫০

উৎস ঃ কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫২.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের মোট বিতরণ ৫৪.৯৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩.৬৯ ভাগ কম। অর্থবছর ০৭-এ বিতরণের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৩.৩৪ ভাগ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৯৩.২৮ ভাগ। প্রধানত শস্য ঋণ, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু, মৎস্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতসমূহে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় সামগ্রিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়। অপরপক্ষে,

কৃষিপণ্য বিপণন এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড খাতে বিতরণ অর্থবছর ০৭-এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে।

কৃষি খাতে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ ৭.৯৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫.১৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৪৫.৮২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। প্রধানত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আদায়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ বকেয়া স্থিতি হ্রাস পায়। কৃষি ঋণের সামগ্রিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণী ৭.১ এবং অর্থবছর ০৭-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণ যথাক্রমে চার্ট ৭.১ ও চার্ট ৭.২ এ দেখানো হলো।

কৃষি ও পলি-ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা- বিকেবি ও রাকাব, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিআরডিবি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে, অর্থবছর ০৭-এ রাকাব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ১২.৮৬ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়া, বিকেবি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং বিআরডিবিও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৭.৮৮ ভাগ, ৩৩.৪৬ ভাগ ও ৭.৩৬ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করে (সারণী ৭.২)। স্বল্পমেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল প্রায় শতকরা ৭৩.০৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট শতকরা ২৬.৯৬ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগ শস্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির জন্য বিতরণ করা হয়, যা মোট স্বল্পমেয়াদি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৫৯.১৩ ভাগ ও ৩০.৭৬ ভাগ ছিল (সারণী ৭.১)।

আদায়

৭.৩ অর্থবছর ০৭-এ কৃষি ঋণ আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১২.৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৭৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৪ সালে দেশের বন্যাদুর্গত এলাকার ঋণগ্রহীতাদের মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্ত্বেও প্রধানত ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মতৎপরতা গ্রহণের ফলে ঋণ আদায় উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়, এ ব্যাপারে কৃষি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ০৭-এ কৃষি ঋণ বিতরণে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহ এবং বিআরডিবি এর কৃষি ঋণ আদায় পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি হয়। তবে, মেয়াদোত্তীর্ণ কৃষি ঋণের শতকরা হার অর্থবছর ০৬-এর জুন শেষের শতকরা ৪৩.২৭

চার্ট ৭.১

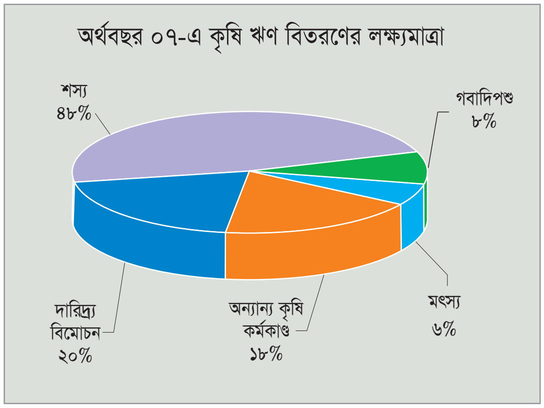

চার্ট ৭.২

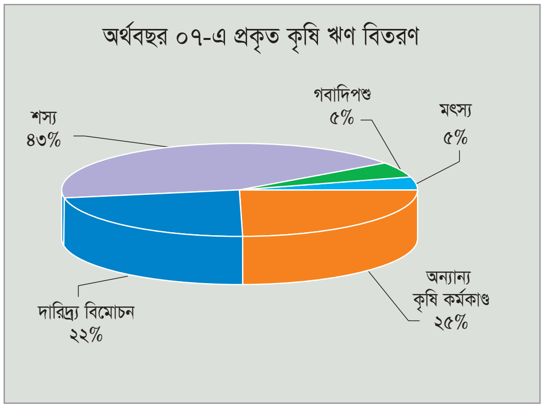

ভাগ থেকে অর্থবছর ০৭-এর জুন শেষে শতকরা ৪৫.৫০ ভাগে বৃদ্ধি পায় (সারণী ৭.২)।

অবরুদ্ধ (stuck-up) ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে পূর্বে উদ্ভাবিত উৎসাহপ্রদানকারী পদক্ষেপসমূহ অর্থবছর ০৭-এও অব্যাহত ছিল; যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মেলার মাধ্যমে তাগাদা দেয়া, আপোষ মীমাংসা, চাহিদা পত্র প্রদান, নিবিড় তদারকি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়ের উদ্যোগ ও উৎসাহপ্রদানকারী পদক্ষেপসমূহ জোরদার করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে আগামী বছরসমূহে কৃষি ঋণ আদায়ে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হতে পারে।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

৭.৪ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহই এখন পর্যন্ত কৃষি খাতে অর্থায়নের প্রধান উৎস। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ যেমন- বিকেবি ও রাকাব, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

সারণী ৭.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম - অর্থবছর ০৭

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণদাতা	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	স্থিতি	মোট ঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
এনসিবি	১৫.৪৫	১০.২৮	১২.৪৬	২৯.৩২	৪৯.১১	৫৯.৭০
বিকেবি	৩১.৫০	২৭.৪৫	১৮.৮৩	২৬.১০	৬১.৪৪	৪২.৪৮
রাকাব	৮.০০	৭.৩৭	৮.৫১	৫.৯০	২৪.৪৫	২৪.১৩
বিআরডিবি	৮.৪২	৭.৮০	৬.৯০	২.৫৮	৮.৩৪	৩০.৯৪
বিএসবিএল	০.১৪	০.০৩	০.০৬	২.৪৫	২.৪৮	৯৮.৭৯
মোট ঃ	**৬৩.৫১**	**৫২.৯৩**	**৪৬.৭৬**	**৬৬.৩৫**	**১৪৫.৮২**	**৪৫.৫০**
			সংক্ষিপ্তসার			
অর্থবছর ০৭	৬৩.৫১	৫২.৯৩	৪৬.৭৬	৬৬.৩৫	১৪৫.৮২	৪৫.৫০
অর্থবছর ০৬	৫৮.৯২	৫৪.৯৬	৪১.৬৪	৬৬.৫৩	১৫৩.৭৬	৪৩.২৭
অর্থবছর ০৫	৫৫.৩৮	৪৯.৫৭	৩১.৭১	৫৭.৮১	১৪০.৪০	৪১.১৮
অর্থবছর ০৪	৪৩.৭৯	৪০.৪৮	৩১.৩৫	৬২.৬৫	১২৭.০৬	৪৯.৩১
অর্থবছর ০৩	৩৫.৬১	৩২.৭৮	৩৫.১৬	৬৫.২৬	১১৯.১৩	৫৪.৭৮

উৎসঃ কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এবং বিআরডিবি কৃষি ঋণ বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় বিকেবির অংশ ছিল সর্বাধিক। অর্থবছর ০৭-এ বিকেবি এককভাবে মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৫১.৮৬ ভাগ বিতরণ করে, এরপর রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শতকরা ১৯.৪২ ভাগ ঋণ বিতরণ করে। অর্থবছর ০৭ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ শতকরা ৫৯.৭০ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে বিআরডিবি, বিকেবি এবং রাকাব এর এ ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩০.৯৩ ভাগ, ৪২.৪৮ ভাগ ও ২৪.১৩ ভাগ।

অর্থবছর ০৭-এ বেসরকারি ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ৩.৩৪ বিলিয়ন টাকা হতে উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের এ অবদান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত ৫২.৯৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় পরিমিত। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা, প্রয়োজনীয় জনবলের স্বল্পতা, তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অধিক ব্যয়, তথ্যের অপর্যাপ্ততা বা মক্কেল/ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে ভুল তথ্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোকে কৃষি/পলি-ঋণ প্রদানে নিরুৎসাহিত করছে। যেহেতু কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে তাই উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসন করে এ ব্যাংকগুলোকে তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় এ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের উচ্চমাত্রার মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী কৃষি ঋণের বোঝা তাদের বৃহদাংকের সম্পদের অবরুদ্ধতা প্রমাণ করে, যা তাদের সম্পদ চক্রায়ন নীতির প্রধান প্রতিবন্ধক। শুধুমাত্র কৃষি খাতকে অধিক সহায়তা প্রদান করার জন্যই নয় বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়নের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্যও ব্যাংকসমূহকে তাদের সম্পদ ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা উচিত।

কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

৭.৫ অর্থবছর ০৭-এ কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি। এ বছর পূর্বের পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের ৩.৪৭ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়। অর্থবছর ০৭-এর জুন শেষে ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃঅর্থসংস্থানের আদায়যোগ্য বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৫৫.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুনঃঅর্থসংস্থানের বিস্তারিত পরিস্থিতি সারণী ৭.৩-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

৭.৬ অর্থবছর ০৭-এ বাংলাদেশ ব্যাংক দাতাদের আর্থিক সহযোগিতাপুষ্ট এবং ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কতিপয় কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ জাতীয় স্বার্থে সক্রিয়

সারণী ৭.৩ কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৫			অর্থবছর ০৬			অর্থবছর ০৭		
	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি
১। বিকেবি	৫.০০	৩.০০	৩৯.৩৫	-	১.৭৭	৩৮.৭৯	-	২.২৩	৩৭.৭৫
২। রাকাব	২.৬৬	১.১৫	১৫.১৬	১.৪৩	১.০১	১৭.০৪	-	১.২০	১৬.৮২
৩। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক	-	-	০.৫৭	-	০.১৪	০.৪৩	-	০.০৪	০.৩৮
৪। বিআরডিবি	-	-	০.১২	-	-	০.১২	-	-	০.১২
মোটঃ	**৭.৬৬**	**৪.১৫**	**৫৫.২০@**	**১.৪৩**	**২.৯২**	**৫৬.৩৮@**	**-**	**৩.৪৭**	**৫৫.০৭@**

উৎস ঃ কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
@ = সুদসহ।

তদারকি করেছে। অর্থবছর ০৭-এ এরূপ কতিপয় চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের আওতায় মোট ০.০৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ০.০৫ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়; প্রকল্পগুলো ছিল- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শষ্য নিবিড়করণ প্রকল্প (MSFSCIP) এবং শস্য গুদামজাতকরণ ঋণ প্রকল্প। এ ছাড়াও "উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প" টি ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয় এবং ২০০৮ সালে মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রকল্পটির সফলতার কারণে এডিবি এর পরিধি ও ঋণদানের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। প্রকল্পটিতে এডিবি অর্থায়নের (২.৫ বিলিয়ন টাকা) আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৬টি জেলায় উচ্চ মূল্যসম্পন্ন ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১.২ বিলিয়ন টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কৃষক ও কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহে পুনর্ভরণের ভিত্তিতে ৪টি এনজিও'র মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য রাকাবকে এ ঋণ তহবিল প্রদান করা হয়। জুন ২০০৭ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১.২৬ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় এবং ০.৪১ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়। কিছু সংখ্যক বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকল্পসমূহ (দ্বিতীয় জলজ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, চিংড়ি চাষে অর্থায়ন প্রকল্প এবং উত্তর পশ্চিম এলাকায় পলি-উন্নয়ন প্রকল্প) হতে অর্থবছর ০৭-এ ১.৫২ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয় এবং ২০০৭ সালের জুন শেষে ভবিষ্যতে আদায়যোগ্য বকেয়া ঋণের স্থিতি ১.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজেস এবং ক্ষুদ্রঋণের অগ্রগতি

৭.৭ বাংলাদেশের অর্থনীতি অতিমাত্রায় কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও শিল্প খাতে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পেয়ে শিল্প খাতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিল্প খাত অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। শিল্প খাত বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহ বিগত এক দশক ধরে সমভাবে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, শ্রমনির্ভর উৎপাদন কৌশলের প্রতি ঝোঁক, অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করতে পারে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বেগবানকরণে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহ অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে (বক্স ৭.১)।

অর্থবছর ০৭-এ এসএমই-র বিভিন্ন ইউনিটে যেমন ঃ চাল কল, ডেইরী সামগ্রী, চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা উৎপাদন, কাঠের আসবাবপত্র, কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য, সফটওয়্যার, প্লাস্টিক সামগ্রী, ঔষধ, নীটওয়্যার ও হালকা কারিগরি দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তবে, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহ এখনও শুধুমাত্র ট্রেডিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এসএমইসমূহের শিল্পখাতে প্রবেশের পথে যেসব অন্তরায় কাজ করছে সেগুলো হলো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, ব্যবহারগত বৈষম্য, প্রযুক্তিগত ও নীতিগত বৈষম্যকরণ ইত্যাদি। স্বল্প লেনদেন খরচ এবং বড় ধরনের জামানত থাকায় সাধারণত ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ বড় ব্যবসায়ীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এসএমইসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায়ও পড়ে না। তাই তাদেরকে অর্থ সংগ্রহের জন্য চড়া সুদে শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ (ফরমাল) উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও, অন্যান্য কিছু আন্তঃসম্পর্কিত (interelated) সমস্যাসমূহ যেমন- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের ঘাটতি, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, বিপণন

বক্স ৭.১

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময় অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের আলোচ্যসূচিতে এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান থেকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ সব আলোচনায় কয়েকটি ধারণার পুনরাবৃত্তি ঘটেছেঃ

ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, 'এশিয়ার ব্যাঘ্র' নামে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেমন, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড অতীতে অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মত থাকলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের প্রায় ৪৫%। শিল্প-কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০%, মোট শিল্প ইউনিটসমূহের প্রায় ৯০%, এবং মোট শ্রমশক্তির প্রায় ২৫% অবদান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের। দেশের রপ্তানি আয়ে এ শিল্পসমূহের অবদান ৭৫-৮০%। ২০০১-০৩ সালের অর্থনৈতিক শুমারির প্রাক্কলন অনুসারে, মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনার সংখ্যা ৭৯,৭৫৪ টি, যার মধ্যে ৯৩.৬% ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৬.৪% মাঝারি শিল্প। ২০০৩ সালের বেসরকারি খাত জরিপের প্রাক্কলন অনুসারে দেশে ৬০ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। এখানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বলতে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে যাদের কর্মচারী সংখ্যা ১০০ এর কম। এ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২০-২৫% অবদান রাখে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন অতীব জরুরি, কারণ দ্রুত বিকাশমুখী অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বিশেষত উদ্ভাবনশীলতা ও অভিযোজনক্ষমতার কারণে, অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম (এ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে অনেক শিল্পই উচ্চমানের প্রযুক্তিনির্ভর খাতে সক্রিয়) এবং ইতোমধ্যে দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ব্যাংক থেকে অর্থায়ন প্রাপ্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ যেসব বাধার সম্মুখীন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ঋণের চাহিদা, বিশেষত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য, তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু ব্যাংকসমূহ ঋণপ্রদানে, বিশেষ করে মেয়াদি ঋণ প্রদানে, অনিচ্ছুক। এ অনীহার কারণসমূহ হচ্ছেঃ (১) দেশের আইনী ব্যবস্থা তাদের স্বার্থ রক্ষায় সমর্থ নয়-এ ধারণা; (২) অর্থায়নের তুলনামূলক উচ্চ ব্যয়; (৩) দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজিলাভের অপর্যাপ্ত সুযোগ; (৪) ঋণ প্রক্রিয়ায় যথাযথ কর্মপ্রক্রিয়া (due diligence) সম্পাদনে অসামর্থ্য, এবং তথ্যের অভাব (যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক দলিলের অনুপস্থিতি ও ঋণপ্রার্থীর নিরীক্ষিত আর্থিক দলিলের অভাব); এবং (৫) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে মেয়াদি ঋণের ঝুঁকি নিরূপণ, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নে অক্ষমতা।

২০০১-০৬ সময়কালে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণপ্রদান পরিস্থিতি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ব্যাংক ঋণপ্রদান পরিস্থিতি (বিশেষ করে এসব শিল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রে) বিশেষণের উপযোগিতা তথ্যের অভাবে সীমাবদ্ধ। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সঠিক তথ্য ব্যতিরেকে কোন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য যখন দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও ব্যাংকিং খাতে ব্যবহৃত সংজ্ঞার মধ্যে অস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তা সত্ত্বেও ধরে নেয়া যায়, তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র, কুটির ও সেবা শিল্পসমূহে ঋণপ্রদান এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে দৃঢ় ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যাকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের একটি প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সংশিষ্ট তথ্য বিশেষণে দেখা যায় যে, তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক ক্ষুদ্র, কুটির ও সেবা শিল্পসমূহে প্রদত্ত আগামের স্থিতি মোট ব্যাংকঋণের স্থিতির ২-৩%; পক্ষান্তরে, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এর পরিমাণ প্রায় ১৬-১৮%। তদুপরি, ক্ষুদ্র, কুটির ও সেবাশিল্পসমূহ ঋণপ্রবৃদ্ধির ব্যাপক তারতম্যের শিকার হয়েছে। ২০০২ থেকে ২০০৬ অর্থবছরসমূহে জুন শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৯.৮%, ১৭.৮%, ৩৬.৩%, ৬.০% ও ২০.৭%। এসব শিল্পে মোট ব্যাংকঋণের স্থিতি জুন ২০০১ শেষের ১,৭২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,৮৯০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, এসময় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতি এসব শিল্পসমূহে জুন ২০০১ শেষের ২২,৬৩৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৬ শেষে ৪৬,৩৮২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০০২ থেকে ২০০৬ অর্থবছরসমূহে জুন শেষে এ প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪.৮%, ১৪.০%, ১০.৮%, ১৮.২% এবং ১৯.৫%।

এসময় শিল্পখাতে মোট আগামের স্থিতির মধ্যে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পসমূহে চলতি মূলধন বহির্ভূত ঋণ প্রদানে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে; সে সঙ্গে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় এসব শিল্পে ঋণ প্রদানের প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক তারতম্যও ক্রিয়াশীল ছিল। অন্যদিকে, চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার শিল্পে একটি পতনশীল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চলতি মূলধন ২০০১ সালের জুন শেষের ৫.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালের জুন শেষে দাঁড়ায় ১০.০% এ। বিপরীতক্রমে, মোট ঋণের স্থিতির মধ্যে চলতি মূলধনের অংশ ২০০১ সালের জুন শেষের ১১.৩% থেকে কমে ২০০৬ সালের জুন শেষে ৪.৭%-এ দাঁড়ায়। ২০০১-০৬ সময়কালে ক্ষুদ্র, কুটির ও সেবা শিল্পসমূহে চলতি মূলধনের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির গতি ছিল শথ; কিন্তু এসময় চলতি মূলধন বহির্ভূত ঋণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি (১৯.২%)। পক্ষান্তরে, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে চলতি মূলধনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখাতে চলতি মূলধনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৪.৬% যখন চলতি মূলধন বহির্ভূত ঋণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.১%।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে অর্থায়ন ঘাটতি বিবেচনা করে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২ মে ২০০৪ সালে ১০০ কোটি টাকা তহবিল নিয়ে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করে যা পরে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। তদুপরি, বিশ্বব্যাংকের আই ডি এ শাখা EGBMP প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল প্রদান করে। এছাড়াও, ২০০৬ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ প্রকল্পে যোগ দেয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলার তহবিল সরবরাহ করে। ২০০৭ সালের জুন শেষে এসকল

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা

(চলমান)

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৪৫৩.৯১ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং আই ডি এ-র অংশ ছিল যথাক্রমে ২৫১.২৫ কোটি টাকা (৫৫.৪%), ১২৫.২৮ কোটি টাকা (২৭.৬%), এবং ৭৭.৩৮ কোটি টাকা (১৭.০%)।

পুনঃঅর্থায়ন (ঘূর্ণায়মান তহবিল) সংক্রান্ত তথ্যের মেয়াদভিত্তিক বিশেষণে দেখা যায়, পুনঃঅর্থায়নের সর্ববৃহৎ অংশ ছিল মধ্যমেয়াদি ঋণ (২০৪.২৬ কোটি টাকা), এর পরে রয়েছে যথাক্রমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (১৩৬.১৪ কোটি টাকা) এবং চলতি মূলধন (১১৩.৫০ কোটি টাকা)। ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে চলতি মূলধন ও মধ্যমেয়াদি ঋণপ্রদানে; পক্ষান্তরে, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদানে কেন্দ্রীভূত ছিল। এসময়ের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার খাত ভিত্তিক বিশেষণে দেখা যায়, পুনঃঅর্থায়নের সর্ববৃহৎ অংশ বাণিজ্যিক ঋণে, তার পরবর্তী অংশসমূহ যথাক্রমে শিল্প ও সেবা খাতে প্রদান করা হয়েছে। যদিও ব্যাংক বহির্ভূত অর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা রেখেছে, সংখ্যার বিবেচনায় সর্বাধিক সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়েছে তফসিলি ব্যাংকসমূহ।

উপসংহার

তফসিলি ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের অর্থায়নে সুস্পষ্ট ও সরাসরিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দ্বারা সমর্থিত। তফসিলি ব্যাংকসমূহ সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে চলতি মূলধনের সরবরাহ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা মেয়াদি ঋণের অনুকূলে কাজ করে। এসত্ত্বেও অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের অবদানের তুলনায় মোট বিনিয়োগের অংশ হিসেবে মেয়াদি ঋণের পরিমাণ এখনও অপ্রতুল। সুতরাং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে এ খাতে অর্থায়নের অপ্রতুলতা দূর করা অত্যন্ত জরুরি।

সমস্যা, উন্নয়ন সহায়ক সেবার অভাব ইত্যাদি এখনও এসএমই-এর দ্রুত অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকন্তু, তাদের অগ্রগতি দেশের উন্মুক্ত অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এ প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজসমূহের উন্নতির জন্য সরকারি নীতির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকও অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ঋণদান নীতি চালু করেছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৭.৮ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কিছু কিছু স্কীমের আওতায় অর্থবছর ০৭-এ ২.২৭ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে এবং ২০০৭ সালের জুন শেষে মোট পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪.৫৪ বিলিয়ন টাকা। কতিপয় বিশেষ স্কীম এবং কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নভেম্বর ২০০১ থেকে শিল্প ঋণ তহবিলের সহায়তায় ০.৫০ বিলিয়ন টাকা নিয়ে একটি স্কীম প্রবর্তন করেছে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেট-এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় ০.৬৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়।

খ) ক্ষুদ্র শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন

দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফান্ড (এসইএফ) নামে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রবর্তন করেছে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সাধারণত প্রচলিত খাতের অর্থায়ন বহির্ভূত ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক রেট-এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ স্কীমের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের আদায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে আবর্তন তহবিল (revolving fund) হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (পিএফআই) এই তহবিলের অধীনে অর্থবছর ০৭-এ ১.১৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে এবং ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের অধীনে মোট ২.৫১ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ উইং বাংলাদেশ সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্টের আওতায় স্কীমটিকে আরও জোরদার করার জন্য ০.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (০.৫৮ বিলিয়ন টাকা) অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার এ প্রকল্পে ০.৫৮ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। আইডিএ-এর ঋণ তহবিল ও বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত অর্থ মিলে এ প্রকল্পে

পুনঃঅর্থায়নের জন্য মোট ১.০১ বিলিয়ন টাকা পাওয়া গিয়েছে। অর্থবছর ০৭-এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) কে এ অর্থায়নের আওতায় ০.৫৪ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে এবং ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.২৫ বিলিয়ন টাকা।

এগুলো ছাড়া, এ স্কীমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি ঋণ চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত ০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে সম্মত হয়েছে। অর্থবছর ০৭-এ এডিবি তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৫৮ বিলিয়ন টাকা এবং ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৭৭ বিলিয়ন টাকা।

গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৭.৯ বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ক্ষুদ্রঋণ এখন বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে যার সাহায্যে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে মিলেনিয়াম ডেভেলোপমেন্ট গোলস্ (MDG) অর্জন করা সম্ভব। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম তাই এটি দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর কার্যকরী বলে পরীক্ষিত। বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন ফরমাল প্রতিষ্ঠান যেমন সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সমূহের মাধ্যমেও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মোট প্রায় ৩০.০৯ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতাকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে অর্থায়ন শিল্পের মূল স্রোতধারায় সন্নিবেশিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে এবং বর্তমানে অনেক পুরনো বৃহৎ আর্থিক-প্রতিষ্ঠানও তাদের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অনুশীলন করছে।

সারণী ৭.৪ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭
১। মোট বিতরণ	**৯১.০**	**১২৮.৯**	**১৫৮.৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৩১.৫	৪৫.৯	৫০.২
খ) ব্র্যাক	২৯.১	৩৬.৯	৫২.৭
গ) আশা	২৭.৭	৪৩.০	৫২.৩
ঘ) প্রশিকা	২.৭	৩.১	৩.২
২। মোট আদায়	**৭৮.৬**	**১১৬.১**	**১৬১.২**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২৫.৮	৩৭.৭	৪৮.০
খ) ব্র্যাক	২৫.৮	৩৭.৫	৬২.৬
গ) আশা	২৪.২	৩৭.৪	৪৭.১
ঘ) প্রশিকা	২.৮	৩.৫	৩.৫
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**৫৯.৪**	**৮০.৬**	**১০০.৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২৩.৫	৩১.৭	৩৩.৮
খ) ব্র্যাক	১৬.৬	২০.৯	৩২.০
গ) আশা	১৫.৭	২৩.২	২৮.০
ঘ) প্রশিকা	৩.৬	৪.৮	৫.০
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**৩.১**	**৩.৩**	**৩.৬**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.২	০.৭	০.৮
খ) ব্র্যাক	১.৮	০.৯	০.৯
গ) আশা	০.১	০.২	০.৩
ঘ) প্রশিকা	১.০	১.৫	১.৬
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**৫.২**	**৪.১**	**৩.৬**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৯	২.২	২.৪
খ) ব্র্যাক	১০.৮	৪.৩	২.৮
গ) আশা	০.৬	০.৯	১.১
ঘ) প্রশিকা	২৭.৮	৩১.৩	৩২.০

উৎস ঃ গ্রামীণ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ।

বিগত বছরের ন্যায় অর্থবছর ০৭-এও দেশে ঋণদানযোগ্য সম্পদের দক্ষ পুনঃচক্রায়ন, উচ্চমাত্রায় ঋণ বিতরণ ও আদায়সহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। যদিও ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এমএফআই) বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যেমন; ক) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব, খ) ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী ও স্টেক-হোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব এবং গ) ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদের হার ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক এবং আশা, প্রশিকা ও ব্র্যাক এ তিনটি বৃহৎ এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশের সমস্ত এলাকাতেই বিস্তৃত রয়েছে। বিতরণ ও কভারেজ এর দিক থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ও এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শতকরা ৮০ ভাগ পরিচালনা করে থাকে (সারণী ৭.৪)।

সারণী ৭.৪-এ দেখা যায় যে, দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ২২.৯ ভাগ বিতরণ এবং শতকরা ৩৮.৮ ভাগ আদায় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থবছর ০৬-এর যথাক্রমে শতকরা ৪১.৬ ভাগ এবং ৪৭.৭ ভাগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের বকেয়া ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৪.১ ভাগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৩.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

অর্থবছর ০৭-এ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীদের ঋণদানযোগ্য সম্পদের পুনঃচক্রায়ন পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় তাদের বকেয়া ঋণের ১.৬ গুণের বেশি ছিল। ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারীদের নিজস্ব সম্পদ প্রায় অর্ধেক এবং পিকেএসএফ (পলী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন) এর এক চতুর্থাংশ সম্পদই ঋণদান তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। তহবিলের অবশিষ্টাংশ ব্যাংকসমূহ থেকে ঋণ, বৃহৎ এনজিও এবং বিদেশী দাতাদের নিকট থেকে আসে। পিকেএসএফ কর্তৃক ২৪৮টি অংশীদার সংস্থা (POs) বা এনজিওসমূহকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ৬.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ ১৩.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অপরপক্ষে, পূর্ববর্তী গতিধারায় অর্থবছর ০৬-এর ৩৫.৭ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ ব্যাংক এবং অন্যান্য কৃষি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণ তাদের মোট বকেয়া ঋণের শতকরা ৩৬.৩ ভাগে সীমিত থাকে। কারণ তাদের কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণের বৃহদাংশ অবরুদ্ধ হয়েছিল। তবে, প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণদাতাদের বকেয়া ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ হার অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৪৩.২৭ ভাগ থেকে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা প্রায় ৪৫.৫০ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। যাহোক, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির সাথে সমন্বিত করতে হবে। বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং বিশেষভাবে মেয়েশিশুদের স্কুলগামী হওয়ার অভ্যাস তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান সুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপ্তি ও কার্যক্রম উন্নয়ন এ উভয় দিক থেকেই এ খাতের অসাধারণ প্রবৃদ্ধির ফলে সরকার ২০০০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে "মাইক্রো ফাইন্যান্স রিসার্স এন্ড রেফারেন্স ইউনিট (এমআর আরইউ)" নামে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অধীনে এ খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের জন্য এ ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী সরকার "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এ্যাক্ট-২০০৬" নামে একটি আইন পাশ করেছে যা ২০০৬ সালের ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকরী হয়েছে (বক্স ৭.২)।

এ আইন অনুযায়ী উক্ত অথরিটি থেকে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কোন মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনিস্টিটিউশন (এমএফআই) তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। এছাড়াও সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমএফআই এর কার্যক্রমকে উক্ত অথরিটি পর্যবেক্ষণ ও দেখাশুনা করবে। পূর্বের এমআরআরইউ বর্তমানে "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি" (এমআরএ) হিসেবে কাজ করছে। ব্রিটিশ ডিএফআইডি কর্তৃক পরিচালিত "প্রসপার (PROSPER)" নামে একটি বহুদাতাগোষ্ঠী সমর্থিত প্রকল্প এমআরএ-কে ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা এবং নীতি প্রণয়নের জন্য সাত বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

বক্স ৭.২

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এ্যাক্ট, ২০০৬

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ইতোমধ্যেই একটি দেশব্যাপী কার্যক্রম হিসেবে দেখা দেয়ার ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। এখানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিভিন্ন নিয়মানুগ (ফরমাল) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ), বিশেষায়িত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। একযোগে, এসকল প্রতিষ্ঠান নিয়েই দেশে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী সংস্থা (MFIs sector) গঠিত যা, কার্যত দেশের পলিঋণ বাজার (market) এর সবচেয়ে উলেখযোগ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী সংস্থাসমূহের সংখ্যা এবং এ সকল সংস্থায় ঋণগ্রহীতাদের সদস্যভুক্তির নিরিখে এ খাত বিগত দু'দশকে লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের আনুভূমিক সংখ্যা বিস্তারের নিরিখে এ প্রবৃদ্ধি জুন ২০০৩-০৬ সময়কালে ৭০ শতাংশে দাঁড়ায়; অপরদিকে, দেশব্যাপী এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে সার্বিকভাবে এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা ৩০.০৯ মিলিয়ন দাঁড়ায়।

২৭ আগস্ট ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও-এমএফআই-সমূহ সকলপ্রকার নিয়মানুগ তদারকি বা পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার বাইরে রয়ে যায়। তবে, এ খাতে ঋণগ্রহীতা সমীপে ক্ষুদ্রঋণ সেবাকর্ম পৌঁছানো (outreach) এবং বিভিন্ন ঋণসেবাকর্ম উদ্ভাবন (product development) এ উভয় বিচারে, যেমনটি উপরে উলেখ করা হয়েছে, বিস্ময়কর অগ্রগতি হওয়ায় সরকার ২০০০ সালে Microfinance Research and Reference Unit (MRRU) নামক প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বাধীন National Steering Committee কর্তৃক তদারককৃত উক্ত

বক্স ৭.২

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এ্যাক্ট, ২০০৬

চলমান

Unit এর উপর ক্ষুদ্রঋণ খাত বিষয়ে নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে এ Committee ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করে আর তা বাস্তবায়ন করে কথিত ইউনিট। এ কার্যক্রম খাতটিতে ভবিষ্যতে টেকসই রেগুলেটরী আবহ সৃষ্টিতে প্রভূত সহায়তা করে আর এ থেকে তৈরি হয় ক্ষুদ্রঋণ খাত ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের সেতুবন্ধন। আবার, উলেখিত Committee ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত আলোচনা করে এ খাতের জন্য অন্য আরেকটি রেগুলেটরী কৌশলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করে এবং তা সরকারের অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপন করে। সরকার ২০০৬ সালের জুলাই মাসে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি আইন পাস করে যা Microcredit Regulatory Authority Act, 2006 নামে পরিচিতি লাভ করে এবং যা একই বছরের ২৭ আগস্ট হতে সারা দেশে বলবৎ করা হয়। এ আইনের আওতায়, সরকার একটি স্বাধীন Microcredit Regulatory Authority প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিচালক পর্ষদ গঠন করে, পদাধিকারবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পর্ষদের চেয়ারম্যান। আইনটি প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ এর প্রথম অংশ উক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী বিধৃত করে, আর, এর অন্য অংশে পাওয়া যায় এমএফআইসমূহের কার্যাবলী ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ।

এ আইন অনুযায়ী সকল কার্যকর এমএফআই (এ আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে যে সকল সংস্থা কার্যক্রম শুরু করেছে সেগুলোসহ) আইনটি বলবৎ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এর মধ্যে) লাইসেন্সের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করবে। উক্ত কর্তৃপক্ষ (যাতে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমএফআই এর ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে) হতে লাইসেন্স প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কোন এমএফআই দেশে কার্যক্রম চালাতে পারবে না, এ আইনে বিষয়টি সবিশেষ উলেখ রয়েছে। ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহের বর্তমান অবস্থাসহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল নিয়ম নীতিসমূহ যেমন উদ্বৃত্ত আয় খরচকরণ, ঋণকার্যক্রমের পরিধি, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা ও হিসাব, আমানত সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা এ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত রয়েছে। কোন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা এ আইনের শর্ত ভঙ্গ করলে এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাপ্ত এ কর্তৃপক্ষ। পূর্বতন MRRU কে এ কর্তৃপক্ষের সচিবালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব লাভ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।